১৪-০৭-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি 'বাপদাদা ' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার উত্তরাধিকারী যদি হতে হয় তাহলে সর্বদা খেয়াল রাখো যে কোনো কাজই যেন শ্রীমত বিরুদ্ধ না হয় ।"

প্রশ্ন :- বাবার কাছে দু ধরনের উত্তরাধিকারী থাকে, তারা কে কে ?

উত্তর :- এক ধরনের উত্তরাধিকারী যারা সমর্পিত বাচ্চা, যারা প্রত্যক্ষভাবে মা বাবার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কর্মের গতি অতি গুহ্য । দ্বিতীয় ধরনের, যারা ঘর - গৃহস্থীতে পবিত্র এবং ট্রাস্টি হয়ে থাকে, তাদের এই ট্রাস্টি হতে অবশ্যই অনেক পরিশ্রম লাগে কিন্তু একবার যদি সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে পারে, সকলের থেকে মমত্ব দূর করতে পারে, তাহলে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী হয়ে যেতে পারে ।

গীত :- আমাদের তীর্থ অনন্য.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনেছে, এর অর্থও বাচ্চারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জেনেছে, বুঝেওছে, তবুও বাবা বিস্তার করে বোঝান । দুনিয়াতে আর কেউই এই কথা জানে না । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি পতিত - পাবন, তাঁর অনেক মহিমা । কিন্তু তাঁর মহিমা কেউই যথার্থ রীতিতে জানে না । সকলেই তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । এরপর মানুষ কীর্তনও করে, পতিত - পাবন .....এ তো অবশ্যই একজনই হবেন, যিনি এসে সকলকেই পবিত্র বানান, তাই তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যায় না । যেহেতু তাঁকে বলা হয় পতিত - পাবন এসো । এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে । তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলে, এখন পতিত দুনিয়াতে আছো । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের আবার পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান, যিনি মালিক বানান তিনিই এখন এসেছেন । এ হলো তোমাদের চৈতন্য যাত্রা, যার স্মরণ ভক্তিমার্গে যাত্রা নামে চলে আসছে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন এইসব পূজ্য দেবী দেবতারা যারা পূজারী হয়ে গেছে, তারাই আবার ব্রাহ্মণ হয়েছে, আবার তারাই দেবতা হবে । বাবা বসেই কর্ম - অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য গতি বুঝিয়ে বলেন । ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ায় তোমাদের কর্ম অকর্ম হবে । যথা রাজা , রানী তথা প্রজা .....বাকি সবাই শান্তিধামে ছিলো । এ তো খুবই সহজ কথা যে ভারত একদিন সুখধাম ছিলো । সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো, যেখানকার দেবী দেবতা নাম বিখ্যাত ছিলো । দ্বিতীয় কোনো নাম নেওয়াই হতো না । লক্ষ্মী - নারায়ণ সূর্যবংশী আর রাম - সীতা চন্দ্রবংশী ছিলো । তাদের সাম্রাজ্যের কথাই বলা হয় । এত সময় ধরে আর কারোর রাজত্বকাল চলে না । খৃষ্টানদেরও অল্প সময় ধরে চলে, প্রথমে বাদশাহী ছিলো না । অর্ধেক সময় পর যখন প্রজা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন রাজত্ব শুরু হয় । এডওয়ার্ড, জর্জ আদি আবার ঘুরতে থাকে । অল্প অল্প সময়েই আবার বদল হতে থাকে । এই একমাত্র সাম্রাজ্য যা ১২৫০ বছর ধরে চলতে থাকে । এতে কোনো বদল হয় না । সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজাদেরও নাম চলতে থাকে । বোঝা যায় যে, এরা ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ আর কালের হবে । অনেক সময় ধরে এই রাজত্ব চলে । এর কোনো পরিবর্তন হয় না । এই সময় বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের ভালো কর্ম করা শেখাচ্ছেন । তোমরা বাচ্চারা কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না । এখানে তোমরা সবাই পড়ার জন্য বসেছো । অনেকেই আবার নিজের ঘরে থাকে । ঘরে থেকেও তোমরা উত্তরাধিকারী হতে পারো । এখানে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ বাবা , মা প্রতিপালন করেন ।

তাদের কর্মের গতিও সম্পূর্ণ পৃথক । বাদবাকি যারা বাইরে থাকে, সবকিছু বাবার মনে করে ট্রাস্টি হয়ে থাকে, তারাও উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । তবে হ্যাঁ, অনেকধরনের অসুবিধা অবশ্যই আসে । যখন সবার প্রতি মমত্ব দূর হবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে যে আমরা সবকিছু তাঁকে অর্পণ করেছি, বেঁচে থাকাকালীন আমরা তাঁরই সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি । বেঁচে থাকাকালীন কেউ এমন হয় না । যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন মানুষ ট্রাস্টি বানিয়ে যায় । এখানে সবাই সমর্পণ করে । বাবা বলেন, বাচ্চারা ট্রাস্টি হয়ে থাকো । এমন তো ভক্তিমার্গে বলে থাকো .....ভগবানই সবকিছু দিয়েছেন । বাবা এখন বলেন বাচ্চারা, এখানে তোমরা বাবার সামনে বসে আছো । এখন দেহ সহিত তোমাদের যা কিছু আছে তার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । যার জন্য তোমরা বলে এসেছ, সবকিছুই ঈশ্বরের দেওয়া । যখন তিনি আসবেন, আমরা তাঁর প্রতি বলিহারি যাবো, তাঁর কাছে সবকিছুই সমর্পণ করবো । তিনি তো এখানে জমি জায়গা বা সম্পত্তি বানাবেন না । ইনি কখনোই নেন না, ইনি কেবল দাতা । বলা হয় যে ট্রাস্টি হয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত কেননা ভুল তো যে কোনো সময়েই হতে পারে । পাক্কা ট্রাস্টি হতে সময় তো লাগবেই । বাবা জানেন যে .....সময় লাগবেই । এই ট্রাস্টি হতে পারলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে । এখানে যারা থাকে তারাও ট্রাস্টি হয়ে থাকে । বাবা বলেন আমি পরিবর্তে তোমাদের বৈকুন্ঠের বাদশাহী দিয়ে থাকি । তোমাদের এর পরের জন্ম অমরলোকেই নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে সাবধানেও থাকতে হবে । বেশিরভাগ গরীব মানুষই উঁচু পদ পাওয়ার নিমিত্ত হয় । উত্তরাধিকারী হয়, কেউ কেউ আবার পরে চন্দ্রবংশীতে গিয়ে মালিক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়দের সামনে সেবা করতেই থাকবে । এখনো এমন কেউ আছে যারা কখনোই উন্নতি করতে পারে না । তখন বোঝা যায় – এদের ভাগ্যে সম্ভবত কিছু নেই । এই সেবা করতে করতে পরের দিকে কিছু পদ পেতে পারবে । সে তবুও এখানে থাকলে । এখান থেকে বেরিয়ে গেলে প্রজাতে কম করে কিছু পদ পাবেই । অনেকে আছে যারা অতি ক্ষুদ্র অর্থাত্ জ্ঞান ধারণই করতে পরে না যার ফলে তারা বৃদ্ধিও পায় না । তারা কিছুই বোঝে না । কর্ম আর বিকর্মের গতি বাবাই বুঝিয়ে বলেন । এখানে এসে যদি ভালো কর্ম না করতে পারো তাহলে বিকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তোমরাও বলবে, এ তো এই নাটকেরই অংশ । এও অবশ্যই চাই । যারা সেই রাজত্বে থাকবে তারাওতো সেখানে কাজ কারবারই করবে । সেবকরা পরে উন্নতি করে রাজত্ব পাবে । ঈশ্বরের কাছে থেকে যদি এমন কোনো কর্ম করলে অনেক সাজাও খেতে হবে । নীচু পদও পাবে,তাই বোঝানো হয় যে এমন এমন বিকর্ম করো না । না হলে এই বিকর্মের বৃদ্ধি হতে থাকবে । কর্মের গুহ্য গতি দেখো কেমন, কিছু সেবাও করে না, কেবল খেতেই থাকে আবার এই ঈশ্বরীয় পড়াও পড়ে না । বাবা এমন কর্ম করা শেখান যাতে তোমরা স্বর্গের রাজত্ব পেতে পারো । শ্রীমতে চলে এমন কর্ম করতে হবে । আসুরী কর্মও তোমরা দেখো । কত গরীব অথচ পাপী অজামিলের মতো হয়ে যায় । এখানেও এমন হয় । কেউ বাদশাহ হয়, কেউ আবার দাস দাসী হয়ে পরের দিকে কিছু পদ পায় । এমনও হয় তা বাবা খুব ভালোভাবে জানেন । এখানে থেকে ভালো কর্ম না করলে নেশাও থাকে না । এই কর্মের গতি বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন ।

বাবা বলেন, আমি হলাম দীনবন্ধু, আমাকে একটু একটু করে গরীবদের স্থাপনা করতে হয়, আমি সাহুকারদের মালিক নই । বেশিরভাগ মায়েরা গরীব হয় । তাদের হাতে কিছুই থাকে না । তারা কেউ অর্থের হাফ পার্টনার নয় । না হলে উইল করলে অর্ধেক সম্পত্তি তাদের নামে হতো । ঘরে তো বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হয় । যদিও আজকাল গভর্নমেন্ট অনেক নিয়ম করেছে । এখন তোমরা জানো যে ভারত সম্পূর্ণ গরীব । কুমারীরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, যতক্ষণ না শ্বশুরবাড়ী যায় । বিকারের চুক্তি করলে তবেই তারা কিছু পেতে পারে । এ হলো পাপের দুনিয়া । নির্বিকারী কখনোই কারোর সামনে হাত

জোর করবে না । এ কথা কেউই জানে না যে যারা নির্বিকারী থাকে তারাই বিকারে পড়ে । ভক্ত লোকেরা তো জানে যে কৃষ্ণ সব জায়গায় উপস্থিত থাকে । ভগবান কখনোই মারা যান না বা পুনর্জন্মও নেন না । তোমাদের তো এখন এই জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে লক্ষ্মী – নারায়ণ সবথেকে উঁচু স্বর্গের মালিক ছিলেন। সীতা আর রামকে কেউ স্বর্গের মালিক বলবে না । এই জ্ঞানের আলোও তোমরা এখন পেয়েছো । তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন যখন তোমরা সদ্গতি পাচ্ছ, তাহলে দুর্গতির কোনো কাজ আর করো না । সবার প্রথমে এই দেহ অভিমান ত্যাগ করতে হবে । সবথেকে ভালো কাজ হলো এক বাবাকে স্মরণ করা আর দেহী – অভিমানী হয়ে থাকা । নিজেকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে । কোনো বিকার তো আমার মধ্যে আসে নি । লোভও করা উচিত নয় । যখন সবকিছু ঈশ্বরের তখন আমরা লোভ কেন রাখবো ?বাবা আমাদের যেই নির্দেশ করেন, আমরা সেই কাজই করি । বাবা প্রত্যেক বাচ্চার নাড়ী খুব ভালোভাবে দেখেন তাই না ? পোতামেলও (চিঠি) দেখেন । কেউ কেউ খুব গরীব হলে ১৫ বা ২০ টাকা অন্তত বাঁচিয়ে দেয় । নিজের ভবিষ্যৎ বানায় । বাবা রায়ও দিয়ে থাকেন । অল্প কিছু হলেও দাও, অন্তত ৫ টাকা দাও আর ১০ টাকা ব্যাঙ্কে রাখো । তাহলে শ্রীমত তো তোমরা পেয়েছো । তারা উপোস করেও শিববাবার জন্য দিয়ে থাকে । শিববাবা এনার দ্বারাই তোমাদের থাকা বা অন্য কাজকর্মে তা লাগিয়ে থাকেন । এই ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার একমাত্র সন্তান । তিনি কেন নিজে জমা করবেন ? যখন ইনি নিজেই সবকিছু মায়েদের সেবাতে নিয়োজিত করেছেন । সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন । এই মায়েরাও ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা পেয়ে থাকেন । তোমরা জানো যে আমাদের দেবী দেবতাদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিলো । এখন তো পতিত হয়ে গেছো । তখন বাবা বুঝিয়েছেন – ইনিও তো ট্রাস্টি হয়ে গেছেন তাই না ? মায়েদেরও ট্রাস্টি বানিয়ে নিয়েছেন । তোমরা এইসব সামলাও, আর তোমাদের মমত্বও মিটে যায় । বাবা তাঁকে সাক্ষাতকার করিয়ে দিয়েছিলেন যে তুমি এই বিশ্বের মালিক হবে । বিনাশের প্রস্তুতি তোমরাও দেখতে পারো । কিন্তু এই কথা কেউই জানে না যে বিনাশ কে করায় ? অবশ্যই কোনো প্রেরক আছে । মানুষ বোঝেও যে বিনাশ হবেই । তাহলে ভগবান অবশ্যই এখানে থাকবেন । কিন্তু কি রূপে থাকবেন । কৃষ্ণ কিভাবে আসবে ? যদিও তারা কৃষ্ণের অনেক রূপ বানিয়ে দেয় কিন্তু তা তো সব আর্টিফিশিয়াল । অনেকেই আছে যারা কৃষ্ণের রূপ বানিয়ে ঠকাতে থাকে । কারোর বিশ্বাস আবার জড় মূর্তিতে আটকে যায় । তখন তাদের সেই মূর্তির সাক্ষাত্কারও হয়, তারা তাঁকে আদরও করে, কারণ কৃষ্ণ স্বর্গের অতি প্রিয় বালক । কৃষ্ণের আকর্ষণ অনেক বেশী । বাবার থেকে অনেক আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । বাবা বসে কর্মের উপর বোঝাতে থাকেন । বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বাবা চট্ করে বলতে পারেন – এ কিছুই বোঝে নি । কর্ম এমন করে যা বিকর্ম হয়ে যায় । দেহ – অভিমান অনেক পরিমাণে থাকে । যদিও তারা শিববাবা বলে ডাকতে থাকে, শিববাবার এমন অনেক ভক্ত আছে, কাশীতে ভক্তরা বসে থাকে । তাদের মন্ত্রই হলো – শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা । অর্থ কিন্তু কিছুই বোঝে না – মনে করে যে গঙ্গা এর থেকেই বের হয়েছে, তাই গঙ্গার তীরে গিয়ে বসে থাকে । তারা মনে করে আমরা এখানে এলেই মুক্ত হয়ে যাবো । ' শিব কাশী ...শিব কাশী ' উচ্চারণ করতে থাকে । আবার এও দেখানো হয় যে ভাগীরথ গঙ্গা বয়ে নিয়ে এসেছিলো । গঙ্গার দ্বারা কেউ কি পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে ? পতিত – পাবনকে তো মানুষ ডাকতেই থাকে । তিনি কে বা কিভাবে তিনি সহজে এই রাজযোগ শেখান – এ কথা কেউই জানে না । শিববাবাকে কিভাবে স্মরণ করা হয় – এ কথাও তোমরাই জানো । এ হলো তোমাদের স্মরণের যাত্রা । তোমাদের শরীরের দ্বারা যাত্রা এখন বন্ধ । দুনিয়াতে হয় শরীরের দ্বারা যাত্রা আর এ হলো রুহানি অর্থাত্ আত্মিক যাত্রা । বাবা বলতে থাকেন, বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো । এই দুনিয়া হলো ছি ..ছি, আর এই

শরীরও হলো পুরনো, ছি ...ছি । আমি তোমাদের বাবা । আমি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । এই মহাভারতের যুদ্ধে কত মানুষ শেষ হয়ে যাবে । এত কোটি কোটি মানুষ, তাদের আত্মারা কোথায় যাবে ? তারা তাদের নিজের নিজের ধর্মের সেকশনে গিয়ে তারার মত থাকবে । ওই দুনিয়াকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । দুনিয়া তাকেই বলা হয়, যেখানে অনেকে থাকে । যদি বলা হয় যে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায় তাহলে তো দুনিয়া হলো না । এই গায়ন আছে যে নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে, যাদের অভিনয় করতে আসতে হয় । এ হলো অবিনাশী নাটক । প্রলয় তো কখনোই হয় না । সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মানুষের বৃদ্ধি হতে থাকে । সত্যযুগে দ্বিতীয় কোনো ধর্ম থাকে না । এখানে তোমরা এই জ্ঞান জানতে পারো । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । এই সময় তো বাবা তোমাদের নিজের সমান ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) বেঁচে থেকেও সকলের থেকে মমত্ব দূর করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে । কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না ।

২) কোনো জিনিসেই লোভ রাখবে না । রোজ নিজের পোতামেল দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো বিকার নেই তো । দেহ - অভিমান ছেড়ে এক বাবাকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে ।

বরদান :- একমাত্র 'পয়েন্ট' - এই শব্দটিকে স্মৃতিতে রেখে, মন এবং বুদ্ধিকে নেগেটিভ প্রভাব মুক্ত করে এক নম্বর বিজয়ী হও ।

বর্তমান সময়ে মায়ার বিশেষ প্রভাব মনে নেগেটিভ ভাব উৎপন্ন করা বা তার যথার্থ অনুভবের সমাপ্তির পথে চলছে, তাই প্রথম থেকেই সাবধানতার সাধন অবলম্বন করো । এর বিশেষ সাধনই হলো কেবলমাত্র এক 'পয়েন্ট' এই শব্দ । কোনো সংকল্প, বাক্য বা কর্ম যদি যদি ব্যর্থ হয়,তাহলে তাতে পয়েন্ট (বিন্দু) লাগিয়ে দাও, তখনই এক নম্বর বিজয়ী হতে পারবে । মায়ার স্বরূপকে চেনো, সময়কে জানো আর নিজেকে রক্ষা করো ।

স্লোগান :- সঙ্গম যুগে যে সেবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে সে-ই প্রতি পদে ভাগ্যবান ।